

## সূরা ইব্রাহীম-১৪

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

#### ভূমিকা

পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর জের এই সূরাতেও জারি রয়েছে এবং আরো সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে এর বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যালোচনার জন্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত বিভিন্ন যুগের নবী-রসূলগণ, শক্তিপক্ষ অত্যন্ত প্রবল থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। কাজেই হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাহ্যিক উপকরণ যতই শুন্দি হোক না কেন, পরিণামে তিনিই সফলতা লাভ করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা এবং মানুষ যখন অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরে তখন তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। হ্যরত (সাঃ) এর আবির্ভাব হয়েছে মানুষকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বেও বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম নবী ছিলেন হ্যরত মুসা (আঃ)। অতঃপর সূরাটিতে সত্যের বিজয় কেন অবশ্যভাবী, এর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর সূরাটিতে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ বাণীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করে উক্ত বাণীর সত্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেই মানদণ্ডের আলোকে বিচার করলে কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহ তাআলার বাণী, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। মুসলমানদেরকে এর পর উপদেশ দেয়া হয়েছে, কীভাবে তারা কুরআনের মহান শিক্ষা ও নীতি থেকে বেশি বেশি উপকৃত হতে পারে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের বাণীর মাধ্যমে আরবে যে পরিবর্তন সূচিত হতে যাচ্ছে তা পূর্ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল যখন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) ফারানের মরণপ্রাপ্তরে তাঁর শিশুপুত্র হ্যরত ইসমাইল (আঃ) ও বিবি হাজেরাকে রেখে গিয়েছেন এবং তা এই জন্য যে একদিন সেই মরণপ্রাপ্তর থেকেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, যার নজীর পৃথিবীতে আর অন্য কোথাও নেই। এই ঐশ্বী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই কারণেই অনুর্বর ও মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর করণ্য এই এলাকাবাসীর জন্য পর্যাপ্ত রিয়কের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যখন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র হ্যরত ইসমাইল (আঃ)সহ মক্কায় কাঁবার ঘর পুনর্নির্মাণ করছিলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ যেন মক্কায় তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূলের আবির্ভাব ঘটান যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার নির্দশন বর্ণনা করবেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন (২৪:১৩০)। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এই দোয়ার পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এই সূরা মু'মিনদেরকে তাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তো ইতোপূর্বে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই বর্ণনা করে গেছেন, তা যেন তারা কিছুতেই বিস্মৃত না হয়। সূরাটি পরিশেষে অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যোষণা করেছে, যেহেতু মক্কা নগরীর উক্তবই হয়েছিল আল্লাহ তাআলার একত্বকে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে, সেহেতু আল্লাহর একত্বের প্রচারের সেই কেন্দ্রস্থল মক্কাতে তারা যেন মৃত্পুর্জা পরিহার করে। কেননা ঐশ্বী উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য তারা যা কিছুই করত্ব না কেন, পরিণামে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

[এ সূরায় একটি নতুন বিষয় এও দেখতে পাওয়া যায়, এখানে ‘মুরতাদ’কে (অর্থাৎ ধর্মত্যাগীকে) হত্যা করার বিশ্বাস সম্পর্কিত বিতক উঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মুরতাদকে হত্যা করার বিশ্বাস রসূলগণের অঙ্গীকারকারীদের সর্বসম্মত বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সব রসূলকে তাদের ধারণান্যায়ী মুরতাদ মনে করে যোষণা দেয় যে তারা অবশ্যই মুরতাদকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। তাকে তার দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় যতক্ষণ সে তাদের ধর্মে ফিরে না আসে। সুতোং আল্লাহ তাআলা রসূলগণের প্রতি এই বলে ওঠী অবতীর্ণ করেন, তোমাদের ধৰ্মস করার দাবীকারকদেরকেই ধৰ্মস করে দেয়া হবে, এমনকি তারা যে দেশের মালিক সেজে বসেছে তাদের পরে তোমাদেরকেই তাদের উত্তরাধিকারী করে দেয়া হবে।

এ সূরায় ‘কলেমা’ শব্দটির একটি মহান ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একইভাবে ‘সাজারাহ’ (অর্থাৎ বৃক্ষ) শব্দটির অর্থও খুব সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। ‘সাজারাহ তায়েবা’ এর (অর্থাৎ পবিত্র বৃক্ষের) দৃষ্টিতে পবিত্র মানুষদের অর্থাৎ নবীগণের ন্যায়, যাদের শিকড় বাহ্যত মাটিতে প্রোথিত থাকে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক খাদ্য আকাশ থেকে পেয়ে থাকেন এবং খুতু বস্তুই হোক বা খুতু শরৎ হোক সর্বাবস্থায় এ খাদ্য তাদের দান করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে ‘সাজারাহ খাবীসা’ (অর্থাৎ অপবিত্র বৃক্ষ) বলতে নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের বুঝানো হয়েছে। যাদের এভাবে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হবে যেভাবে তৈরি বায়ু গাছপালাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলে এবং এগুলোকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে থাকে। অতএব নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের এ অবস্থাই হবে। তারা বার বার নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করবে এবং অবশেষে মাটিতে তাদের মিশিয়ে দেয়া হবে।

এরপর এ সূরায় হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সেই দোয়ার কথাও রয়েছে, যা খানা কা'বার চারদিকে বসবাসকারীদের দূরদূরান্ত থেকে সব ধরনের ফলফলাদি দান করা হয়। এ ঘটনা এভাবেই সংঘটিত হয়েছে, তাদেরকে জাগতিক ফলও দান করা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক ফলও দান করা হয়েছে এবং এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সূরা কুরায়শে করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক ফলফলাদির মাঝ থেকে সবচেয়ে বড় ফল রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সত্তায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সাঃ) সেই ‘কলেমা তায়েবা’ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যা মানবজাতিকে স্বর্গীয় ফল দান করেছে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন কর্যামের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

## সূরা ইব্রাহীম-১৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৫৩ আয়াত এবং ৭ রংকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। \*আনাল্লাহ আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ । আমি দেখি<sup>১৪৫২</sup> । (এ) এক কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি এজন্য অবতীর্ণ করেছি যেন ‘তুমি মানুষকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে অঙ্ককার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আস (এবং তাদের সেই পথে পরিচালিত কর) যা মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহর) পথ,

৩। (অর্থাৎ সেই) আল্লাহর (পথে), যাঁর অধিকারে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সবকিছু । \*আর এক কঠোর আয়াবের মাধ্যমে অঙ্গীকারকারীদের জন্য ধ্বংস (নির্ধারিত) রয়েছে,

৪। (অর্থাৎ) \*যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে বেশি ভালবাসে, \*আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বাধা দেয় এবং এ (পথকে) বক্র করতে চায় । এরাই ঘোর বিপথগামিতায় (মগ্ন) ।

৫। আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির<sup>১৪৫০</sup> ভাষাতেই (ওহীসহ) পাঠিয়েছি যাতে করে সে স্পষ্টভাবে (আমাদের কথা) তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে । \*অতএব আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান পথ দেখান । আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় ।

দেখুন : ক. ১৪১; খ. ১০৪২; ১১৪২; ১২৪২; ১৩৪২; ১৫৪২; গ. ২৪২৫৮; ৫৪১৭; ১৪৪৬; ৬৫৪১২; ঘ. ১৯৪৩৮; ৩৮৪২৮; ৫১৪৬১; ঙ. ১৬৪১০৮; চ. ৩৪১০০; ৭৪৪৬; ১১৪২০; ছ. ১৩৪২৮; ৭৪৪৩২ ।

১৪৫২। ‘আল্লাহ আরা’ এর অর্থ আমি আল্লাহ । আমি দেখি । বিস্তারিত জানার জন্য ১৬ টাকা দেখুন ।

১৪৫৩। এই আয়াতের অর্থ এটা নয় যে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর পয়গাম কেবল আরববাসীর জন্যই সীমাবদ্ধ । এক্ষণ ধারণা কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ভাস্ত প্রতিপন্ন হয় । কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্যর্থহীনরূপে তাঁকে (সাঃ) সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহর রসূল বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৭৪৫৯৮; ৩৪৪২৯) । মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনের সার্বজনীনতা একমাত্র কুরআনেরই দাবী নয়, হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন : “আমি লাল কাল অর্থাৎ সকল জাতীয় মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি” (মজমাউল বিহার) । অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন : “আমি বিশ্বমানবের জন্য আবির্ভূত হয়েছি” (বুখারী) । কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল আরবী ভাষাতে । কারণ (তাঁর) সম্মুখস্থ আরবী ভাষা-ভাষী আরবজাতিকেই সর্বপ্রথম সংৰোধন করা হয়েছিল এবং তাদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী এর বাণী (ইসলাম) প্রচার হওয়া নির্ধারিত ছিল । অতএব একথা ঠিক নয় যে কুরআনের বাণী শুধু আরববাসীদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল । কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার আরো কারণ হলো, সকল ভাষার তুলনায় আরবী অধিক ভাব প্রকাশে সক্ষম । এটি প্রাঞ্জল এবং ব্যাপক ভাষা । এর উপযোগিতা কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোত্তম ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الرَّحْمَنِ كَتَبَ آنِزَ لِنَّهُ لِأَيْلَكَ لِتُخْرِجَ  
النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى الصُّرُورَةِ  
بِرَادِنَ رَبِّيْهِمْ إِلَى صَرَاطِ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدِ ②

إِلَهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ، وَوَيْلٌ لِلْكُفَّارِينَ مِنْ عَذَابٍ  
شَدِيدٍ ③

إِلَّذِينَ يَسْتَحْبُونَ الْجَيْوَةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوْجَاءً أُولَئِكَ فِي  
ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ④

وَمَا آذَسْلَنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ  
قَوْمِهِ لِيَبْيَسِنَ لَهُمْ فَيُضْلِلُ أَنَّهُ مَنْ  
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ هُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ⑤

৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও নির্দশনাবলীসহ (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, ‘তুমি তোমার জাতিকে অঙ্ককার থেকে বের করে আলোর দিকে আন। আর আল্লাহর দিনগুলো<sup>১৪৪৪</sup> এদের স্মরণ করাও।’ নিশ্চয় এতে একান্ত ধৈর্যশীল (ও) পরম কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দশন রয়েছে।

৭। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, ‘তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি ফেরাউনের জাতির কবল থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন। তারা তোমাদের ভয়ানক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [৭] ১৩ (তোমাদের জন্য) ছিল এক মহা পরীক্ষা।

৮। আর (স্মরণ কর) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছিলেন, ‘তোমরা যদি কৃতজ্ঞ<sup>১৪৪৫</sup> হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো দান করবো। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রেখো) নিশ্চয় আমার আযাব বড়ই কঠোর।’

৯। আর মূসা (এও) বলেছিল, ‘তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) আল্লাহ নিশ্চয় অমুখাপেক্ষ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।’

দেখুন : ক.১৪৪২; খ. ২৪৫০; ৭৪১৪২; ২৮৪৫; গ. ৩৪১১৬; ৪৪১৪৮; ঘ. ৩১৪১৩।

১৪৫৪। ‘আইয়ামুল্লাহ’ আল্লাহর দিনগুলো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শাস্তি এবং পুরকার (তাজ), যেমন বিখ্যাত আরবী প্রবাদ ‘আইয়ামুল আরব’ অর্থাৎ আরবদের লড়াই ও দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ-বিদ্বাহ।

১৪৫৫। ‘শোকর’ অর্থ কৃতজ্ঞতা। শোকর তিন প্রকার : (১) মন-প্রাণ দ্বারা উপকার বা এহসান প্রাপ্তির পূর্ণ উপলব্ধির স্বীকৃতি, (২) জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্য কথায় উপকারীর উচ্চ প্রশংসা করা এবং (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ উপকার সাধনকারীর উপকার যোগ্যতা অনুসারে পরিশোধ করা অর্থাৎ বিনিময়ে উপকার করা। বিষয়টি পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত : (ক) উপকারী ব্যক্তির প্রতি উপকৃত ব্যক্তির বিনয়, (খ) তার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, (গ) উপকৃত ব্যক্তি কর্তৃক উপকারীর এহসান স্মরণ রাখা ও স্বীকৃতি দেয়া, (ঘ) এর জন্য প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করা এবং (ঙ) হিতসাধনকারীর পছন্দনীয় নয় এমনভাবে তার এহসানের ব্যবহার না করা। একেই বলা হয় মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা বা শোকর। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ‘শোকর’ প্রকাশের অর্থ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা করা, ভাল আদেশ দেয়া, সন্তোষজনক শব্দ দেখানো, তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা, শুভেচ্ছা-সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিবার্যরূপে বিনিময় ও প্রতিদান দেয়া (লেইন)। সে-ই প্রকৃত কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার দেয়া সকল নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে থাকে।

وَلَقَدْ أَرَأَسْلَنَا مُوسَى بِإِيمَانِهِ أَنَّ أَخْرَجْ  
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَيَّ النُّورِ إِذَا  
ذَكَرْهُمْ بِإِيمَانِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ<sup>①</sup>

وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا  
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا آتَيْنَاكُمْ مِّنْ أَنَا  
فِرْعَوْنَ يَسُؤْلُونَ يَسُؤْلُونَ  
وَيُذَّهِّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِيُونَ  
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ  
عَظِيمٌ<sup>②</sup>

وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ  
لَأَزِيدَ تَكْمِلَةً لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ  
لَشَرِيدٍ<sup>③</sup>

وَقَالَ مُوسَى إِنَّ رَبِّيْ فَلَوْلَاهُ  
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِي  
حَمِيدٌ<sup>④</sup>

★ ১০। \*তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নৃহের জাতির, আদ, সামুদ্র আর তাদের পরে যারা ছিল তাদের সংবাদ এসে পৌছেনি? আল্লাহ<sup>۱۴۵۶</sup> ছাড়া তাদেরকে কেউ জানে না। তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ যখনই তাদের রসূলরা এসেছিল তারা তখন (অহংকার ভরে) তাদের হাত তাদের মুখে<sup>۱۴۵۷</sup> রেখে দিয়েছিল এবং বলেছিল, 'যে (শিক্ষা) সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অঙ্গীকার করছি। আর যে (শিক্ষার) দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই এক অস্বত্ত্বিকর সন্দেহে রয়েছি।'

১১। তাদের রসূলরা বলেছিল, 'আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে, \*যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর<sup>۱۴۵৮</sup> স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে এজন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেন। তারা বললো, \*'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সবের উপাসনা করে এসেছে তোমরা তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে আস।'

آَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوْءَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
قَوْمٌ نُوحٌ وَّعَادٌ وَّثَمُودٌ هُوَ الَّذِينَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ دَجَاءُهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا وَأَيْدِيهِمْ  
فِيَ آفَوًا هُمْ وَقَاتُلُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا  
أُرْسَلْنَا مِنْهُ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا  
تَدْعُونَا إِنَّا يَمْرِئُ<sup>①</sup>

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَذْعُوكُمْ  
لِيغْفِرَلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ  
إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى وَقَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ لَا  
بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا  
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبْناؤُنَا فَأَتُؤْمِنُ  
بِسُلطَنِي مُبِينِ<sup>②</sup>

দেখুন ৪ ক.৯৪৭০; ৪০৪৩২; ৫০৪১৩-১৫; খ. ৬৪১৫; ১২৪১০২; ৩৫৪২; ৩৯৪৪৭; গ. ১১৪২৮; ২৩৪২৫।

১৪৫৬। এই বাক্যাংশ শ্পষ্ট ব্যক্ত করেছে যে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশ ছাড়াও অন্যান্য জাতিতে আল্লাহ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন, যেমন ছিলেন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পূর্বে 'আদ' ও 'সামুদ্র' জাতি এবং আরো ছিল অন্যান্য জাতি, যাদের অস্তিত্বের কথা আল্লাহ ছাড়া এখন আর কেউ জানে না। ইব্রাহীমি বংশধরের মধ্যে প্রেরিত নবীগণের উল্লেখ তো কুরআন এবং বাইবেল উভয়ে রয়েছে।

১৪৫৭। ★ [‘ফারাদু আইদীয়াহুম ইলা আফওয়াহিহিম’ অর্থাৎ তারা (অহংকার ভরে) তখন তাদের হাত তাদের মুখে রেখে দিয়েছিল। এই অভিব্যক্তির একধরিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ নিজ মুখে হাত রাখলে এর অর্থ দাঁড়ায় বাধা সংষ্ঠি করা। আলোচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। নিচয়ই এ কাজটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। তাই এর দু'টো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর একটা অর্থ হলো, তারা নবী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সব ধরনের আলোচনা করতে অঙ্গীকৃতি জানালো। এমন অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন প্রতিপক্ষের যুক্তির সামনে মানুষ নির্বাক ও পরাস্ত হয়। তখন তারা বয়কটের পথ বেছে নেয়। কারণ তখন তাদের কাছে বলার আর কিছু থাকে না।]

এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, অঙ্গীকারকারীরা নবীগণের মুখে তাদের হাত রেখে দিয়েছিল। এ অভিব্যক্তি আলাপ আলোচনা প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেও এর ভিন্ন একটি আঙ্গিক রয়েছে। আলোচ্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, অঙ্গীকারকারীরা নবীগণকে থ্রাচার বন্ধ করতে বাধ্য করে এবং বলে, তোমরা তোমাদের মুখ বন্ধ রাখ। আয়াতের শেষাংশও এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে, যেখানে অঙ্গীকারকারীদের বক্তব্য এভাবে দেয়া আছে: ‘যে (শিক্ষা) সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অঙ্গীকার করছি। আর যে শিক্ষার দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সে বিষয়ে আমরা এক অস্বত্ত্বিকর সন্দেহে রয়েছি।’ (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক অনুদিত কুরআন করামের ইংরেজী অনুবাদে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২। তাদের রসূলরা তাদের বলেছিল, ‘আমরা তোমাদের<sup>১৪১৯</sup> মতই মানুষ, তবে ‘আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মাঝে থেকে যার ওপর চান অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ্ র আদেশ ছাড়া তোমাদের কাছে কোন নির্দেশ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর আল্লাহ্ র ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।’

১৩। আর ‘আমরা আল্লাহ্ র ওপর কেনইবা ভরসা করবো না যেক্ষেত্রে তিনি (নিজেই) আমাদেরকে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন? অতএব তোমরা আমাদেরকে যে দুঃখ্যন্ত্রণা দিচ্ছ

<sup>২</sup>  
১৪। এতে আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধরবো এবং আল্লাহ্ র ওপরই ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।’

১৪। আর ‘অঙ্গীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলেছিল, ‘য় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ ছাড়া করবো, না হয় আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।’ তখন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি (এই বলে) ওহী করলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের ধৰ্ম করে দিব

★ ১৫। এবং তাদের পরে ‘আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করে দিব। এ (প্রতিষ্ঠি) তার জন্য, যে আমার<sup>১৪২০</sup> উচ্চ মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সর্তকবাণীতে ভীত হয়।’

১৬। আর তারা (আল্লাহ্ র কাছে) বিজয় প্রার্থনা করলো এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী শক্র ধৰ্ম হয়ে গেল।

১৭। এ (পার্থিব শাস্তির) পর (তার জন্য) জাহানামের (আয়াবও নির্ধারিত) রয়েছে এবং (সেখানে) ‘তাকে পূঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে।

দেশুন : ক. ১৮:১১; ৪:৭; খ. ৩:১৬৫; ৬:১২৫; গ. ১১:৫৭,৮৯; ১২:৬৮; ঘ. ৭:৮৯; ঙ. ২১:১০৬; চ. ৬৯:৩৭; ৭৮:২৫,২৬।

১৪৫৮। নবীগণের শিক্ষার ঐশ্বী উৎসের প্রমাণ রাখতে গিয়ে মহাকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকে দৃষ্টান্তরপে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা মানব সৃষ্টি করে তাদের হেদায়াত বা পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা না করেই ছেড়ে দিয়েছেন, এটা চিন্তা করাও অযৌক্তিক। এটা ও অসামঞ্জস্য এবং পরম্পর বিরোধী বলে অযৌক্তিক মনে হয় যে আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবী সৃষ্টির মাধ্যমে মানবের পার্থিব মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করার জন্য যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন তখন তিনি তার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা দান উপেক্ষা করলেন কীভাবে?

১৪৫৯। আল্লাহ্ তাআলার কোন নবী, যিনি মানবের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আদর্শ ও নমুনারপে প্রেরিত হন, তিনি তো আর সবার মত মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ কোন নবী নিজে মানবীয় সত্তার অধিকারী না হলে তিনি মানুষের জন্য নমুনা হতে পারেন না।

১৪৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ لَا  
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَمْنُ عَلَى  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةِ دُوَّمًا كَانَ لَنَا أَنْ  
تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  
عَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ<sup>১৫</sup>

وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ  
هَدَنَا سُبْلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا  
إِذْيَنَّنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ  
الْمُتَوَكِّلُونَ<sup>১৬</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ  
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي  
مَلَيْنَا فَأَذْهَبِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِّكَنَّ  
الظَّلَمِيْنَ<sup>১৭</sup>

وَلَنُشْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ  
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَابِيْ  
وَخَافَ  
وَعَيْدَ<sup>১৮</sup>

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ<sup>১৯</sup>

مَنْ ذَرَّاهُهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقِي مِنْ مَاءٍ  
صَدِيقِي<sup>২০</sup>

★ ১৮। সে অনিষ্টাকৃতভাবে এর এক এক ঢোক গিলবে। কিন্তু সে তা সহজে পান করতে পারবে না। আর <sup>১৪৬১</sup> সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু খেয়ে আসবে। তবুও সে মরবে না। এছাড়াও (তার জন্য) রয়েছে এক কঠোর আয়াব।

★ ১৯। <sup>১</sup>যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছে তাদের কৃতকর্মে<sup>১৪৬২</sup> দৃষ্টান্ত সেই ছাইভশ্মের মত যাকে ঝঁঝঁবায়ুপূর্ণ দিনে বাতাস তীব্র বেগে (উড়িয়ে) নিয়ে যায়। <sup>২</sup>তাদের কোন অর্জনই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এ-ই হলো চূড়ান্ত ধৰ্ম।

★ ২০। তুমি কি দেখনি, <sup>১</sup>আল্লাহ্ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন? <sup>২</sup>তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন\*

২১। এবং তা <sup>১</sup>আল্লাহ্ পক্ষে মোটেও কঠিন নয়।

২২। আর তারা সবাই আল্লাহর<sup>১৪৬৩</sup> সামনে উপস্থিত হবে। হ্যতখন দুর্বল লোকেরা অহংকারীদের বলবে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব তোমরা আমাদের কাছ থেকে আল্লাহর আয়াবের কিছুটাও কি দূর করতে পার?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ যদি আমাদের হেদায়াত দিতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের জন্য <sup>৩</sup>(এখন) বিলাপ করা বা ধৈর্য ধরা উভয়ই সমান। আমাদের<sup>১৪৬৪</sup> <sub>[১]</sub> ১৫ রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।’

দেখুন : ক. ২০৪৭৫; ৮৭৪১৪ খ. ২৪৪৪০ গ. ২৪২৬৫ ঘ. ৬৪৭৪; ১৬৪৪; ২৯৪৪৫; ৩৯৪৬ ঙ. ৪৪১৩৪; ৬৪১৩৪; ৩৫৪১৭ চ. ৩৫৪১৮ ছ. ৬৪১২৯; ৭৪৩৯,৪০; ২৮৪৬৪; ৩৩৪৬৮,৬৯; ৩৪৪৩২,৩৩; ৪০৪৪৮,৪৯।

১৪৬০। কুরআন কারীম আল্লাহ্ তাআলার জন্য এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহার করেছে। আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও মর্যাদা প্রকাশে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াকে জোর দেয়ার জন্য একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা যেমন কোন কোন মুসলমান সূফী বলেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা যখন ফিরিশ্তার মাধ্যমে কোন কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেন তখন বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে স্থলে কোন কর্মবিশেষ ঐশ্বী আদেশে নিষ্পন্ন হওয়া বুঝিয়েছে সেখানে এক বচন ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান আয়াতে উভয় প্রকার ব্যবহারই রয়েছে।

১৪৬১। “আর সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু খেয়ে আসবে” অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সকল অপরাধ ও পাপাচার বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর আকার ধারণ করে তাদের সম্মুখে আসবে।

\* ১৪৬২, ১৪৬৩ এবং ১৪৬৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُادُ يُسْتَعْنُهُ وَيَأْتِيهُ  
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ  
يُمْبَيِّثُ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ<sup>১৪</sup>

مَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
أَعْمَالُهُمْ كَرَمًا إِشْدَادٌ بِهِ  
الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدُرُونَ  
مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ دُلْكَ هُوَ  
الصَّلْلُ الْبَعِيدُ<sup>১৫</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ  
إِنْ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ<sup>১৬</sup>

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَعْزِيزٌ<sup>১৭</sup>

وَبَرَزُوا يَتْلُو جَوَيْعًا فَقَالَ الْضَّعَفُوا  
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا لَنَا لِكُمْ تَبَعًا  
فَهُمْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ  
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ دَقَالُوا لَوْلَمْ يَهْدِنَا اللَّهُ  
لَهُدَى نَكْمَدْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرٌ غُنَّا أَمْ  
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ<sup>১৮</sup>

২৩। আর সব বিষয়ের যখন নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে (তখন) শয়তান বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমিও সব সময় তোমাদের প্রতিশ্রূতি দিয়েছি এবং তা ভঙ্গ করেছি। আর আমি (যখনই) তোমাদের ডাক দিয়েছিলাম তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। এ ছাড়া ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তাই (এখন) তোমরা আমাকে দোষারোপ না করে নিজেদেরকে দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধার করার কেউ নই এবং তোমরাও আমাকে উদ্ধার করার কেউ নও। তোমরা যে আগে আমাকে (আল্লাহ’র) শরীক করেছিলে নিশ্চয় আমি তা অঙ্গীকার করছি। (এসব অংশীবাদী) যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আয়াব (অবধারিত) রয়েছে।

২৪। আর <sup>‘</sup>যারা স্মান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেখানে চিরকাল থাকবে। <sup>‘</sup>সেখানে তাদের সম্মান হবে ‘সালাম’ (অর্থাৎ শান্তি)।

২৫। তুমি কি লক্ষ্য করনি, একটি পবিত্র বাণীর দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ কিভাবে বর্ণনা করেন? এ এক পবিত্র বৃক্ষের মত যার শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার ডালপালা গগনচুম্বি<sup>১৪৬৫</sup>।

২৬। এটা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সব সময় ফল দেয়। <sup>‘</sup>আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ رَبَّهُ  
إِنَّمَا وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعْدُكُمْ  
فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ  
سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَشْتَجَبْتُمْ  
لِي ۝ فَلَا تَلُؤْمُونِي وَلَوْمًا نَفْسَكُمْ  
مَا آتَيْتُكُمْ صِرَاطَ خُلُقِهِ وَمَا آتَيْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ  
إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا آتَيْتُكُمْ وَمِنْ  
قَبْلِهِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ<sup>(৩)</sup>

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَاحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا  
إِلَّا نَهْرٌ خَلِدٌ يَنْ فِيهَا يَرَا ذِنْ رَبِّهِمْ  
تَحْيَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ<sup>(৩)</sup>

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  
كُلِّمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةً طَيْبَةً  
أَصْلُهَا شَابِيَّةٌ وَفَرِعُهَا فِي السَّمَاءِ<sup>(৩)</sup>

تُؤْتَى كُلُّهَا كُلَّ حَيْنٍ يَرَا ذِنْ رَبِّهِمْ وَ  
يَضْرِبُ اللَّهُ أَلَّا مَثَالَ لِلَّتِي إِنْ لَعَلَهُمْ  
يَتَنَاهُ كَرُونَ<sup>(৩)</sup>

দেখুন : ক. ১৫৪৩; ১৬১০০; ১৭৬৬; খ. ১০৪১০; ২২৪২৪; গ. ১০৪১১; ১৫৪৪৭; ৩৬৪৫৯; ৫০৪৩৫; ঘ. ১৩৪১৮; ২৯৪৪।

★ ১৪৬২। তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের কার্যকলাপ যা তারা আল্লাহ্ তাআলার নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ★ [এখানে সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে, আল্লাহ্ চাইলে মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক নতুন ধরনের সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাতে পারেন। আর এ কাজটি তাঁর জন্য অতি সহজ (হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেং) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুবাদকৃত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৪৬৩। কোন জাতির প্রকৃত অপর্কর্মগুলো, যা কিনা তাদের অধ্যপতনের কারণ হয়, এটটা অধিক মারাত্মক হয় না যতটা তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ফাঁস হয়ে গেলে হয়। তাদের দুর্বলতা লোক সমক্ষে প্রকাশ হওয়ার ফলে তাদের নিকট নিজেদের কার্যসম্পাদনেরও উর্ধ্বে তাদের মর্যাদা ও খ্যাতি, যা তাদের সফলতার প্রধান অবলম্বন, মরণাঘাতগ্রস্ত হয়। এতে তারা প্রতিপক্ষের নিকট হেয় প্রতিপন্থ হয় এবং তাদের পতন আর অবক্ষয় তাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এটাই হলো, “তারা সকলেই আল্লাহ’র সামনে উপস্থিত হবে” বাকের মর্ম।

১৪৬৪। ধৰ্ম যে জাতির নিয়তি তারা হতাশার মধ্যে গা ঢেলে দেয় এবং সহজেই নিজের নিকট অবস্থার নিকট আভাসম্পর্ণ করে বসে।

১৪৬৫। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র কালাম ‘কুরআন’-এর সামৃদ্ধ্য এমন বৃক্ষের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অত্য্যবশ্যকীয় গুণবলী রয়েছে : (ক) এটা উত্তম অর্থাৎ এটা এমন সব শিক্ষা থেকে দোষমুক্ত যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির জন্য পীড়িদায়ক এবং যা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিপরীত নয়, (খ) যা উৎকৃষ্ট, দৃঢ় ও শক্ত ফলবর্তী বৃক্ষের ন্যায়। এটা মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উৎস থেকে উপজীবিকা বা শক্তি রক্ষার উপায় আহরণ করে নতুন ও সবল জীবন ধারণ করে এবং

২৭। আর অপবিত্র বাণীর<sup>১৪৬৬</sup> দৃষ্টান্ত এক অপবিত্র বৃক্ষের মত যা ভূগূঢ় থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর জন্য (কোথাও) কোন স্থিতি নেই।

৮  
[৬]  
১৬

২৮। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যালেমদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন। আর আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

২৯। <sup>ك</sup>তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহর অনুগ্রহকে অকৃতজ্ঞতায় বদলে দিল এবং নিজ জাতিকে ধৰ্মসের গৃহে (টেনে) নামালো,

৩০। (অর্থাৎ) জাহান্নামে। তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান (স্থল)।

৩১। আর <sup>ك</sup>তারা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করেছে যেন তারা তাঁর পথ থেকে (লোকদের) বিচ্যুত করতে পারে। তুমি বল, <sup>ك</sup>‘তোমরা সাময়িকভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। এরপর নিশ্চয় আগন্তের দিকেই হবে তোমাদের যাত্রা।’★

৩২। আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বল, ‘যেদিন কোন ক্রয়বিক্রয় হবে না এবং কোন বন্ধুত্ব (কাজে আসবে না) <sup>ك</sup>সেদিন আসার আগেই তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে <sup>ك</sup>ব্যয় করে।’

৩৩। আল্লাহ তিনিই, যিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং <sup>ك</sup>আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিয়্ক হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। আর <sup>ك</sup>তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তা তাঁর আদেশে

দেখুন : ক. ২৪২১২; খ. ২৪২৩; ১৩৪৩৪; গ. ৪৭৪১৩; ৭৭৪৭; ঘ. ২৪২৫৫; ৪৩৪৬৮; ঙ. ২৪২৭৫; ১৩৪২৩; ১৬৪৭৬; চ. ২৪২৩; ২০৪৫৪; ২২৪৬৪; ৩৪৪২৮ ছ. ২২৪৬৬; ৪৩৪১৪; ৪৫৪১৩।

মজবুত বৃক্ষের ন্যায় বিরঞ্চনবাদীদের বিরুপ সমালোচনার সশব্দ বিফোরণের ঝাপটায় মাথা নত করে না এবং সকল বিরোধিতার ঝাড়ের মুখে মাথা উঁচু করে দণ্ডয়মান থাকে। এর জীবন ও জীবিকা একই উৎস থেকে উৎসারিত ও প্রবাহিত বলে এর মূলনীতি এবং শিক্ষায় কোন বিরোধ বা গরমিল নেই, (গ) এর শাখাপ্রশাখাসমূহ বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছায়। এর আজ্ঞানুবর্তিতায় অর্থাৎ এর আমল করে মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করতে পারে, (ঘ) এটা সীয়া প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল খতুতে সদা ফল দিয়ে থাকে অর্থাৎ কুরআন প্রচুর পরিমাণে সুফল প্রদান করে। এর আশিসসমূহের নির্দর্শন সকল সময়েই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সর্বাঙ্গের মানুষ এর শিক্ষার উপর আমল করে আল্লাহ তাআলার সাথে মিলনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সততা সমসাময়িক

وَمَثُلَ كَلْمَةٍ حَيِّشَةٍ كَشَجَرَةٍ  
حَيِّشَةٌ إِجْتَسَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ  
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ<sup>(১)</sup>

يُشَيَّشُ اللَّهُ أَذْيَنَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ  
الثَّاِيَتْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
وَيُيَضْلِلُ اللَّهُ الظَّلِيمِينَ شَوَّيْفَعْلُ اللَّهُ  
مَا يَأْشَاءُ<sup>(২)</sup>

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ لُؤْلُؤًا نِعْمَتَ  
اللَّهُ كُفَّارًا حَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَار<sup>(৩)</sup>

جَهَنَّمَ جَيَضَلُونَهَا دَوَيْسَ الْقَرَار<sup>(৪)</sup>

وَجَعَلُوا إِلَيْهِ أَنْدَادًا لِيُضْلِلُوا عَنْ  
سَبِيلِهِمْ فُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ  
إِلَى التَّارِ<sup>(৫)</sup>

فُلْ لَعِبَادًا يَالَّذِينَ أَمْنُوا بِيَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُنِفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرِّاً  
وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا  
بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَلَ<sup>(৬)</sup>

أَلَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الشَّمْرَتِ رِزْقًا لِكُمْ وَسَحَرَ لَكُمْ

সাগরে চলাচল করে। আর তিনি তোমাদের সেবায় নদনদীকেও নিয়োজিত করেছেন।

- ★ ৩৪। আর তিনি সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তিনি রাতদিনকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

৩৫। আর যা-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ এর<sup>১৪৬৭</sup> সব কিছুই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিচয় মানুষ বড়ই যালেম (ও) অকৃতজ্ঞ।

৩৬। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম যখন বলেছিল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ শহরকে তুমি শান্তিধাম বানিয়ে দিও এবং প্রতিমা<sup>১৪৬৮</sup> পূজা থেকে আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করো।

৩৭। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিচয় এগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে নিচয় আমারই। আর যে আমার অবাধ্যতা করে (তুমি তাকেও ক্ষমা করো, কারণ) তুমি যে বড়ই ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৩৮। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিচয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের<sup>১৪৬৯</sup> কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! (আমার এমনটি করার কারণ হলো) তারা যেন নামায<sup>১৪৭০</sup> কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের<sup>১৪৭১</sup>

দেখুন : ক. ৭৪৩৫; ১৩৩৩; ১৬৪১৩; ৩৯৩৬; খ. ১৬৪১৯; গ. ২৪১২৭; ঘ. ২৪১২৯; ঙ. ৭১৪২৫; চ. ২২৪২৭।

লোকদের উপরে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মজীদে উপরোক্তিখীত সকল গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। ১৪৬৬। সুবক্ষের বিসদশুরূপে মিথ্যাচরণকারী কর্তৃক জালকৃত এই কুবক্ষের (সাজারায়ে খুবিসার) ন্যায়। এর দৃঢ়তা, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নেই। এর শিক্ষাকে যুক্তি এবং প্রকৃতির নিয়ম সমর্থন করে না। এটা সমালোচনার মোকাবিলা করতে পারে না এবং এর নীতি ও আদর্শ মানুষের পরিস্থিতির ও অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর শিক্ষাসমূহ সন্দেহপূর্ণ উৎস থেকে গৃহীত জগাখ্যাতিড়ি বিশেষ। এটা এমন মানুষ তৈরি করতে ব্যর্থ যারা দাবী করতে পারে যে তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সত্য এবং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। এটা ঐশ্বর্য উৎস থেকে নবজীবন লাভ করতে পারে না এবং অবক্ষয় ও অধিঃপতনের বস্তুতে পরিণতি লাভ করে।

★ [‘মাসীর’ শব্দের এ অনুবাদের জন্য ইয়াম রাগেবের মুফরাদাত দ্রষ্টব্য। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেঃ) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দেখুন)]

১৪৬৭। “আর যাই-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ “-বাক্যাংশটি মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করার কথা ব্যক্ত করে। আল্লাহ তাআলা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা বা প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

১৪৬৮। এই আয়াতে বর্ণিত হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া এটাই ব্যক্ত করছে যে তিনি জানতে পেরেছিলেন, এক সময় মক্কা এবং এর চতুর্পার্শের দেশগুলোতে মৃত্পূজা বিরাজ করবে। অতএব তিনি তার ভবিষ্যত বংশধরদেরকে মৃত্পূজার কবল থেকে রক্ষা করাবে

১৪৬৮ টীকার অবশিষ্টাংশ ও টীকা, ১৪৬৯, ১৪৭০ ও ১৪৭১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَفْلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاْمِرَةٍ جَوَّ  
سَخَّرَ لَكُمْ اَلَّا نَهَرٌ  
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ  
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ  
۝

وَاتَّسَعَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنَّ  
تَعْدُ دُونَعَمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ  
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارًا  
۝

وَرَأَذْ قَالَ رَبِّاهُ يَهِيمْ رَبِّيْتِ اجْعَلْ هَذَا  
الْبَلَدَ أَمْنًا وَاجْنَبِينِي وَبَنِيَّيَّا أَنْ تَعْبُدَ  
الْأَصْنَامَ  
۝

رَبِّيْتِ رَأَيْتَنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
فَمَنْ تَعْزَزَنِي فَإِنَّهُ مِنِيْيَ جَ وَمَنْ  
عَصَمَنِي فَإِنَّكَ عَفْوًا رَحِيمَ  
۝

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرْيَتِيْيِ بِوَا  
غَيْرِهِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحَرَمَ  
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئَدَةً  
۝

দিকে আকৃষ্ট করো এবং তাদেরকে ফলফলাদির রিয়্ক দান করো যেন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

৩৯। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! ‘আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি নিশ্চয় (সবই) তুমি জান। আর আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে কিংবা আকাশে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না।’

৪০। সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি (আমার) বার্ধক্য সত্ত্বেও আমাকে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক দোয়া খুব বেশি শুনে থাকেন।

★ ৪১। ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ‘আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! ‘আর তুমি আমার দোয়া করুল কর।

৬ [৭] ৪২। ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! ‘যেদিন হিসাবনিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং [৮] মুমিনদেরকেও ক্ষমা<sup>১৪৭২</sup> করে দিও।’

৪৩। আর তুমি যালেমদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আল্লাহকে মোটেও উদাসীন মনে করো না। তিনি কেবল সেদিন পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিচ্ছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

مِنَ النَّاسِ تَهُوِيْ رَأْيَهُمْ وَ اذْرُقْهُمْ  
مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ<sup>(১)</sup>

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ  
وَ مَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي  
الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ<sup>(২)</sup>

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى  
الْكِبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَ رَاحِقَ مِنَ رَّبِّيِّ  
لَسْمِيمُ الدُّعَاءِ<sup>(৩)</sup>

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ  
دُرِّيَّتِي هُوَ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءَ<sup>(৪)</sup>

رَبَّنَا اغْفِرْنِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ<sup>(৫)</sup>

وَ لَا تَعْسِبْنَ اللَّهَ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ  
الظَّالِمُونَ هُوَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمَ  
تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ<sup>(৬)</sup>

দেখুন : ক. ২৪১২৭; ২৮৪৫৮; খ. ২৪৭৮; ৩৪৬; ২৭৯৬৬; গ. ২৪১২৯ ঘ. ২৪১২৮ ঙ. ৭১৪২৯।

জন্য শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার নিকট এই দোয়া করেছিলেন।

১৪৬৯। এই আয়াত হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাইল ও তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মঙ্গুমিতে বসবাস করা সম্পর্কিত। ইসমাইল তখনো শিশু যখন ইব্রাহীম (আঃ) ঐশ্বী আদেশের আনুগত্যে এবং ঐশ্বী পরিকল্পনার পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁকে ও তাঁর মাতা হ্যরত হাজেরাকে যে অনুর্বর জনশৃণ্য অঞ্চলে বসবাসের জন্য এনেছিলেন, সেখানে আজ বিরাট মক্কা নগরী দখায়মান। সেই সময়ে সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারণের কোন উপায় উপকরণ ছিল না (বুধারী)। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা এমন যে সেই মরু অঞ্চল আজ মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার শেষ বাণীর কর্মকাণ্ডের অপূর্ব প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেই ঐশ্বী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমরূপে মনোনীত হয়েছিলেন হ্যরত ইসমাইল (আঃ)।

১৪৭০। আয়াতে উল্লিখিত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল আরবের অধিবাসীরাই তাদের পূজার মৈবদ্য অর্পণ করতে মক্কা আসতো। কিন্তু তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পরে বিশ্বের সকল স্থান থেকে দলে দলে লোক মক্কায় যিয়ারতে আসতে শুরু করেছে।

১৪৭১। এই প্রার্থনা হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন এক সময়ে করেছিলেন যখন মক্কার চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলব্যাপী একটি তৃণও নজরে পড়তো না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশ্বয়করভাবে পূর্ণ হয়েছে। কারণ সব মৌসুমেই উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রচুর পরিমাণে মক্কায় আসে।

১৪৭২। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাবস্থায় শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থাকেন। এই বাস্তব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও মহুম্ব এবং নিজেদের দুর্বলতা উপলক্ষ করেন। এটাই মানবীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও বাস্তব উপলক্ষ যা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীত

৪৪। তারা নিজেদের মাথা তুলে ভীত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি এদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ তারা কিছুই দেখতে পাবে না) এবং তাদের অস্তর হবে ভাবলেশহীন<sup>৪৭৩</sup>।

৪৫। আর তুমি মানুষকে তাদের ওপর আঘাত নেমে আসার দিন সম্পর্কে সতর্ক কর। <sup>ك</sup>যারা যুলুম করেছিল তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! অল্প কিছু দিনের জন্য আমাদের অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলদের অনুসরণ করবো।' (তাদের বলা হবে,) 'তোমাদের কোন অধিকার পতন ঘটবে না বলে কি তোমরা এর পূর্বে কসম খেয়ে দাবী করতে না?

৪৬। আর তোমরা তাদেরই আবাসস্থলে বসবাস করছ যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। আর আমরা তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের কাছে আমরা সব দৃষ্টান্ত ভালভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম।'

★ ৪৭। আর <sup>ك</sup>তাদের সাধ্যানুযায়ী তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড়পর্বত টলানোর মত (শক্তিশালী) হয়ে থাকলেও তাদের ষড়যন্ত্রের (ফলাফল) আল্লাহর<sup>৪৭৪</sup> কাছেই রয়েছে।

৪৮। অতএব তুমি <sup>ك</sup>আল্লাহকে তাঁর রসূলদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে কথনে মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী (ও) কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৯। (সেদিন নিশ্চয় আসবে) যেদিন এ পৃথিবীকে এবং আকাশসমূহকে<sup>৪৭৫</sup> ভিন্ন এক পৃথিবীতে (ও ভিন্ন আকাশে) বদলে দেয়া হবে। আর তারা এক-অদ্বিতীয় মহা প্রতাপশালী আল্লাহর সমীপে (উপস্থিত হওয়ার জন্য) বেরিয়ে পড়বে।

দেখুন : ক. ৬৩:১১; খ. ৩৮:৫৫; ৮:৩১; ১৩:৪৩; ২৭:৫১; গ. ৩৮:১৫; ১০:১০৮; ৫৮:২২।

প্রার্থনা করতে উদ্বৃদ্ধ করে। মহান আল্লাহ তাআলা যেন নিজ করণা ও অনুকূল্য তাঁদের দুর্বলতা ঢেকে দেন যাতে তাঁদের নিজ সন্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

১৪৭৩। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াত মক্কাবাসীদের ভীতি বিহ্বলতার সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক চিত্র যখন তারা অকস্মাত দেখলো যে হযরত রসূল করীম (সা:) মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে দশ হাজার সৈন্যসহ মক্কার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত।

১৪৭৪। আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় ভালভাবেই জানেন এবং তা যত বড়ই হোক না কেন তা ব্যর্থ করে দেবেন।

مُهْتَعِينَ مُقْنِيِّ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ  
إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئَدَ تُهْمَ هَوَاءٌ

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ  
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ  
آجَيلِ قَرِيبٍ ۝ نُجَبَ دُعَاتَكَ وَ  
نَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۝ أَوَلَمْ تَكُنُوا أَقْسَمَنُّ  
مَنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالٍ ۝

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمْ  
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ④

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ  
مَكْرُهُمْ وَإِنَّ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ  
مِنْهُ الْجِبَالُ ⑤

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعِدَةٍ  
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَادٍ ⑥

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ  
السَّمَوَاتُ وَبَرَزُودًا يُلْتَهِ الْوَاحِدُ  
الْقَهَّارُ ⑦

৫০। আর <sup>ক</sup>সেদিন অপরাধীদেরকে তুমি শিকলাবন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّبِينَ  
فِي الْأَصْفَادِ<sup>১০</sup>

৫১। তাদের পোষাকপরিচ্ছদ হবে আলকাতরার এবং <sup>শ</sup>আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করবে।

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَ تَغْشَى  
وُجُوهَهُمُ التَّارِ<sup>১১</sup>

৫২। <sup>গ</sup>এর কারণ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে আল্লাহ যেন এর প্রতিদান তাকে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

لَيَعْزِزَ يَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>১২</sup>

- ★ ৫৩। <sup>শ</sup>এটা মানুষের কল্যাণার্থে সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত এক বাণী যেন এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা যায়, যেন (এর মাধ্যমে) তারা জানতে পারে তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যেন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা (এর মাধ্যমে) উপদেশ গ্রহণ <sub>[১১]</sub> <sub>১৯</sub> করতে পারে।

هَذَا بَلَغَ لِلنَّاسِ وَلَيُنَذَّرُوا بِهِ وَ  
لَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ  
لَيَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابُ<sup>১৩</sup>

দেখুন : ক. ৩৮:৩৯; খ. ১০:২৮; ২৩:১০৫; ৫৪:৪৯; গ. ৪০:১৮; ৪৫:২৩; ৭৪:৩৯; ঘ. ৫:৬৮; ৬:২০।

১৪:৭৫। মুক্তির পতনের সাথে আরবে ইসলাম প্রবল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং বিশ্ব এক নতুন বিশ্বের রূপধারণ করলো। এর আসমান ও জমীন নবরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। অর্থাৎ পুরনো সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে গেল এবং এর জায়গায় ভিন্ন এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হলো, এক নতুন সভ্যতা জন্মাই হণ করলো।